দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

22

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ

দেশে কিন্ডারগার্টেন বা কোচিং সেন্টার খুলে বসতে পারলেই শুধু মানুষ ধনী হয় না, মেডিক্যাল কলেজ খুলতে পারলেও হয়। বিল্ডিং ভাড়া করে, সাইনবোর্ড লাগিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপতে পারলেই হয়ে গেল। মেডিক্যাল কলেজের ব্যবসা দারুণ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। দুই লাখ টাকা ভর্তি ফি। দশ হাজার টাকা শিক্ষার্থীদের বেতন। এই উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে অনেকে এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছেন। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত কয়েক বছরে সারাদেশে প্রায় এক ডজন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। তবে এসব মেডিক্যাল কলেজ একটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী এফিলিয়েশন অর্জন করেনি। বেসরকারী খাতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। যেমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। ৫০ জন ছাত্রের জন্য কমপক্ষে ২৫০ বেডের হাসপাতাল থাকতে হবে। শিক্ষক, লাইব্রেরী ইত্যাদি প্রয়োজন মত থাকতে হবে। কিন্তু বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এসব কিছুই যথাযথ নেই। বিশেষ করে হাসপাতাল না থাকায় এখানকার ছাত্রছাত্রীদের প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা হচ্ছে না। নোটবই পড়া চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে এখানে।

দেশে একদিকে আছে চিকিৎসকের সংকট, অন্যদিকে ভর্তি সংকট। প্রয়োজনের তুলনায় দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা কম। প্রতিবছর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার জন্য যত ছাত্রছাত্রী ভিড় করে এরা সবাই ডাক্তার হবার সুযোগ পেলে চিকিৎসকের অভাব হয়ত কিছু কমত। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগও অতিমাত্রায় সীমিত। এক্ষেত্রে কি ধরনের কড়াকড়ি হয় তা আমরা জানি। প্রতিষ্ঠিত সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তি হওয়া রীতিমত কঠিন সাধনার বিষয়। হয়ত উপায়ও নেই। দেশে পুরানো ৮টি এবং নতুন ৫টি এই মোট ১৩টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ। এতে কুলায় না। বেসরকারী খাত এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় বেসরকারী খাত বিনিয়োগ করলে তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। বরং তারা এগিয়ে আসবে এটাই প্রত্যাশিত। এখানে আপত্তির কারণ ঘটেছে বিনিয়োগ মানসম্মত নয় বলে। বেসরকারী খাত এখানে নীতি মানছে না। হাসপাতাল, মর্গ ইত্যাদি ছাড়া মেডিক্যাল কলেজ হতে পারে না। শুধু নোটবই মুখস্ত করে ডাক্তার হওয়া যায় না। কিন্তু বেসরকারী খাতের মেডিক্যাল কলেজে তাই হচ্ছে। এসব কলেজ থেকে যারা পাস করবে তারা কি রকম চিকিৎসক হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। বেসরকারী খাত দেশের মেডিক্যাল শিক্ষাক্ষেত্রে সত্যিকার অবদান রাখতে চাইলে নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলির দরকার আছে। তবে তারা সঠিকভাবে তাদের ভূমিকা পালন করুক, এটা প্রত্যাশিত।

আরও একটা কথা বলা দরকার। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা-ব্যয় আমাদের দেশের জীবনযাত্রার যে কোন মাপকাঠিতে খাপছাড়া। এই দেশে এ রকম শিক্ষা-ব্যয় বহন করার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মানুষের আছে। বেসরকারী খাত মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করবে এটা আমরা বুঝি। কিন্তু সব কিছুরই সীমা আছে। সীমা লংঘন করলে তা দৃষ্টিকটু হয়। সমাজ তা মেনেও নেয় না। বেসরকারী খাতের মেডিক্যাল কলেজগুলির কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।